বন্টন নিষিদ্ধ: **মিডিয়া যোগাযোগ: নিচে দেখুন**

ভারতীয় মান সময় 13:30 প্রহর
গ্রীনিচ মান সময় 09:00 প্রহর
মঙ্গলবার, মে 14, 2013

ভারতে বিকশিত রোটাভাইরাস টীকা শক্তিশালী কার্যক্ষমতা প্রদর্শন করেছে

সরকারী -বেসরকারী যৌথ প্রচেষ্টার তৃতীয় পর্বের চিকিৎসাগত পরীক্ষার ফলাফল দিল্লীতে এক সম্মেলনে প্রকাশিত হয়

নয়া দিল্লী, ভারত- ভারত সরকারের অন্তর্গত জৈবপ্রযুক্তি বিভাগ (ডিপার্টমেন্ট অফ বায়োটেকনোলজি - ডি.বি.টি.) এবং ভারত বায়োটেক ভারতে নির্মিত ও বিকশিত রোটাভাইরাস টীকার একটি তৃতীয় পর্বের চিকিৎসাগত পরীক্ষার ইতিবাচক ফলাফল আজ দিল্লীতে এক সম্মেলনে ঘোষিত হয়। পরীক্ষা থেকে প্রাপ্ত তথ্য, আজ ভারতের জন্য রোটাভাইরাস টীকার উপর আন্তর্জাতিক আলোচনাসভা-প্রমাণ ও প্রতিজ্ঞা (ইন্টারন্যাশনাল সিম্পসিয়াম অন রোটাভাইরাস ভ্যাকসিন ফর ইন্ডিয়া - দ্য এভিডেন্স) তে উপস্থাপন করা হয়, যাতে দেখা যায় *রোটাভ্যাক®* র মধ্যে চমৎকার নিরাপত্তা এবং কার্যকরী প্রোফাইল রয়েছে।

চিকিৎসাগত গবেষণায় প্রথমবার প্রদর্শিত হচ্ছে যে ভারতে বিকশিত রোটাভাইরাস টীকা *রোটাভ্যাক®* ভারতের মত স্বল্প সংস্থানযুক্ত অবস্থানে মারাত্মক রোটাভাইরাস অমাশয় নিরাময় করার চমকপ্রদ সক্ষমতা প্রদর্শন করেছে। *রোটাভ্যাক®* উল্লেখযোগ্যভাবে মারাত্মক রোটাভাইরাস অমাশয় অর্ধেকের থেকেও বেশি পরিমানে কম করে দেয়- জীবনের প্রথম বছরে 56 শতাংশ, যে নিরাপত্তা জীবনের দ্বিতীয় বছর অবধিও চলতে থাকে। উপরন্তু, এই টীকাটি যেকোনো রকমের মারাত্মক অমাশয়ের বিরুদ্ধে কার্যকারীতা দেখিয়েছে।

শৈশব অমাশয়ের সর্বাধিক ভয়ানক ও মারাত্মক কারণ, রোটাভাইরাস সংক্রমণের বিরুদ্ধে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক সাফল্য। ভারতে প্রতি বছর প্রায় 1,00,000 শিশুর মৃত্যুর জন্য দায়ী, শৈশব অমাশয়ের সর্বাধিক ভয়ানক ও মারাত্মক কারণ, রোটাভাইরাস সংক্রমণের বিরুদ্ধে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক, সাফল্য"- জানালেন ডি.বি.টি. সচিব ডাঃ কে. বিজয়রাঘবন। চিকিৎসাগত গবেষণা ইঙ্গিত করছে যে, যদি লাইসেন্স পাওয়া যায়, তাহলে এর দ্বারা আমরা প্রতি বছর হাজারেরও বেশি শিশুর জীবন রক্ষা করতে পারব"।

এই টীকা একটি অনন্য সামাজিক উদ্ভাবনী যৌথ উদ্যোগে বিকশিত যা ভারতীয় এবং আন্তর্জাতিক, তারসাথে সরকারী এবং বেসরকারী গবেষণার অভিজ্ঞতা এবং দক্ষতাকে একই মঞ্চে নিয়ে এসেছে। 1985-86 সালে দিল্লিতে অনুষ্ঠিত অখিল ভারতীয় আয়ুর্বিজ্ঞান সংস্থা (অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সাইন্সেস) তে একটি ভারতীয় শিশুর শরীর থেকে উদ্ধার করা একটি দুর্বলকৃত রোটাভাইরাস প্রজাতি থেকে এই টীকার উৎপত্তি। সেই সময় থেকেই অংশীদারেরা ডি.বি.টি., ভারত বায়োটেক, ইউ এস ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ হেল্থ (এন.আই.এইচ.), ইউ এস সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশন (সি.ডি.সি.), স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটি স্কুল অফ মেডিসিন এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠান সমূহ, পাথ কে যোগদান করায়। ডাঃ এম কে ভান যিনি ডি.বি.টি.র সচিব হিসাবে তাঁর কার্যকাল সম্প্রতি সম্পন্ন করেছেন, তিনি সামাজিক উদ্ভাবনের যৌথ উদ্যোগকে গড়ে তুলতে এবং টীকার সর্বোচ্চ মান নিশ্চিত করতে অক্লান্ত অবদান দিয়েছেন।

অক্রমানুযায়ী, দ্বি-নিরুদ্ধ, প্লেসিবি নিয়ন্ত্রিত তৃতীয় পর্বের চিকিৎসাগত পরীক্ষায় ভারতের 6799 নবজাত শিশুকে (নথিভুক্তিকরণের সময় বয়স ছয়-সাত সপ্তাহ) নথিভুক্ত করা হয়েছে তিনটি কেন্দ্রে - নয়া দিল্লীর দ্য সেন্টার ফর হেল্থ রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট, সোসাইটি ফর আপ্লাইড স্টাডিস (এস.এ.এস.); পুনের ভাদুরে শিরডি সাই বাবা রুরাল হসপিটাল, কে.ই.এম. হসপিটাল রিসার্চ সেন্টার; এবং ভেলোরের ক্রিশ্চিয়ান মেডিকেল কলেজ (সি.এম.সি.)। ডাঃ নিতা ভান্ডারী দ্বারা পরিচালিত এস.এ.এস. এর দ্য ক্লিনিকাল অপারেশনস ম্যানেজমেন্ট ইউনিট বিভিন্ন স্থানে চলাকালীন এই গবেষণার প্রত্যেক দিনের কার্যকলাপের সুসমন্বয় ও পণ্য সরবরাহ জনিত জটিলতাকে পর্যবেক্ষণ করে এই গবেষণায় এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এস.এ.এস. এর ডাঃ তেমসুনারো রঙ্গসেন- চন্ডোলা, কে.ই.এম. এর ডাঃ আশীষ বাওদেকর এবং সি.এম.সি. -র ডাঃ গগনদীপ কাঙ প্রমুখ অনুসন্ধানকারী ছিলেন।

তৃতীয় পর্বের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলাকালীন যোগদানকারী নবজাতদের অধিকার এবং প্রয়োজনীয়তার নিরাপত্তার জন্য বিশেষজ্ঞদের একটি স্বাধীন প্রতিষ্ঠান দ্য ডেটা সেফটি মনিটরিং বোর্ড (ডি.এস.এম.বি.) প্রতিষ্ঠিত করা হয়, যারা নির্ধারণ করেন যে পরীক্ষাটি নৈতিকতা এবং রোগীর যত্ন নেওয়ায় আন্তর্জাতিক মানের চিকিৎসা পদ্ধতির সাথে মিশে স্বাস্থ্য পরিসেবার সর্বোচ্চ মানদন্ডকে বজায় রেখেছে।

আরও

ভারত বায়োটেক পূর্বে *রোটাভ্যাক®*-এর মূল্য ঘোষণা করেছে 1.00 মার্কিন ডলার/ডোজ (অথবা প্রায় 45 টাকা/ ডোজ) এবং এটি শীঘ্রই ভারতে এই টীকা নথিফুক্ত করার জন্য নিবন্ধন করবে। যদি ভারতীয় ঔষধ মহানিয়ন্ত্রক (ডি.সি.জি.আই.), এই টীকা কে লাইসেন্স প্রদান করে তাহলে এটি বাজারে স্থিত অন্য রোটাভাইরাস টীকা থেকে আরও সস্তা একটি বিকল্প হবে।

"এই কম দামী এবং শক্তিশালী কার্যকদক্ষতা সম্পন্ন *রোটাভ্যাক®* এর ভারতীয় শিশুদের রোটাভাইরাসজনিত মারাত্মক আমাশয়ের ঘটনাকে উল্লেখযোগ্যভাবে কমানোর সামর্থ্য আছে"- বললেন ডাঃ এম. কে. ভান, ইন্ডিয়ান একাডেমী অফ পেডিয়াট্রিকস এর উপদেষ্টা এবং ডি.বি.টি.-র প্রাক্তন সম্পাদক।

সীমিত সম্পদ যুক্ত দেশগুলিতে বর্তমানে নথিভুক্ত রোটাভাইরাস টীকার কার্যকারীতার সাথে এই টীকার মিল পাওয়া গেছে। গবেষণার ফলে পরিষ্কার প্রমাণ পাওয়া গেছে যে বিভিন্ন রোটাভাইরাস প্রজাতির থেকে এই টীকা নিরাপত্তা প্রদান করে এবং জীবনকালের দ্বিতীয় বছরেও এর দক্ষতা অটুট থাকে।

যেসব নবজাত শিশু এই গবেষণায় যোগদান করে তারা *রোটাভ্যাক®* এবং সর্বাত্মক টিকা কর্মসূচী (ইউ.আই.পি.) টীকার সাথে সেব্য পোলিও টীকা (ও.পি.ভি.) ও পায়। যখন ও.পি.ভি.-র রোগপ্রতিরোধক প্রতিক্রিয়া পরীক্ষা করা হলো, তখন দেখা গেল, যেসব বাচ্চারা ও.পি.ভি. এবং *রোটাভ্যাক®* একই সময়ে নিচ্ছে তাদের রোগ প্রতিরোধক প্রতিক্রিয়া সকল তিন ধরনের পোলিও সেরোটাইপের ওপর বেশি, সেসব বাচ্চাদের তুলনায় থেকে যারা *রোটাভ্যাক®* নিচ্ছেনা; এই ফলাফল বর্তমান সমবর্তী ও.পি.ভি. এবং *রোটাভ্যাক®* প্রয়োগকে সমর্থন করছে।

"টীকা নবজাতদের রোটাভাইরাসের মত রোগ থেকে সারাজীবনের মত বাঁচানোর এবং নিরাপদ রাখার জন্য কাজ করে," মন্তব্য করলেন বিল অ্যান্ড মেলিন্ডা গেটস ফাউন্ডেশন -এর সহ -সভাপতি বিল গেটস। "কিভাবে ব্যয়সাপেক্ষ প্রযুক্তির মাধ্যমে জীবন রক্ষা করা যায়, এই সরকারি-বেসরকারী যৌথ প্রচেষ্টা তার একটি আদর্শ রূপায়ণ"।

ডি.বি.টি., দ্য বিল অ্যান্ড মেলিন্ডা গেটস ফাউন্ডেশন, রিসার্চ কাউন্সিল অফ নরওয়ে, এবং ইউ.কে. ডিপার্টমেন্ট অফ ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট টিকা বিকাশের যৌথ প্রচেষ্টাকে সমর্থন করেন। টিকা বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিগত, উৎপাদন সংক্রান্ত এবং আর্থিক সম্পদের জন্য নিবেশ করে ভারত বায়োটেক। *রোটাভ্যাক®* মৌখিক টিকা নয়, সদ্যজাত শিশুদের 6, 10 এবং 14 সপ্তাহ বয়সে তিনটি পদক্ষেপে এই টিকা প্রয়োগ করা হয়। এটির সাথে এই বয়সে নিয়ম মাফিক রোগ প্রিতিরোধক ইউ.আই.পি. টিকা বাঞ্ছনীয় করা হয়।

"*রোটাভ্যাক®* উন্নয়নশীল পৃথিবীর একটি আন্তর্জাতিক মানের অভূতপূর্ব টিকার সফল গবেষণা এবং বিকাশকে উপস্থাপন করে," মন্তব্য করেন ভারত বায়োটেকের সভাপতি এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টর ডাঃ কৃষ্ণা এম. এল্লা। "সংক্রামক রোগের স্বল্প ব্যয়ে চিকিৎসার উপায় উদ্ভাবন করার আমাদের লক্ষ্য এবং অঙ্গীকারের সাক্ষ্য হলো *রোটাভ্যাক®*-এই সামাজিক উদ্ভাবনী প্রকল্পে এবং আন্তর্জাতিক জনস্বাস্থ্যে অগ্রাধিকারে অবদান করতে পেরে আমরা গর্বিত অথচ বিনীত। আমরা রোটাভাইরাস টিকা উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় অংশীদারী সকল সঙ্গীদের কাছে এই আন্তর্জাতিক উদ্ভাবনী সরকারি-বেসরকারী যৌথ প্রচেষ্টায় তাদের মূল্যবান সমর্থনের জন্য কৃতজ্ঞতা জানাই -ডি.বি.টি., দ্য কাউন্সিল অফ মেডিকেল রিসার্চ, পাথ, দ্য বিল অ্যান্ড মেলিন্ডা গেটস ফাউন্ডেশন, এন.আই.এইচ., সি.ডি.সি. এবং স্টানফোর্ড ইউনিভার্সিটিকে।"

এই গবেষণা শুরু করার আগে, অনুসন্ধানকারীরা ডি.সি.জি.আই., দ্য ইনস্টিটিউশনাল রিভিউ বোর্ড ফর ডি.বি.টি. এবং প্রত্যেকটি গবেষণা ক্ষেত্রের এথিকস রিভিউ কমিটি থেকে অনুমোদন পায়। গবেষণায় আওশিদারী প্রতিষ্ঠানগুলিও দিল্লী, মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ুর রাজ্য সরকার এমনকি মিনিস্ট্রি অফ হেল্থ অ্যান্ড ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার এর সাথেও পর্যালোচনাকরে। উপরক্ত এই গবেষণা ওয়েস্টার্ন ইনস্টিটিউশনাল রিভিউ বোর্ড, ইউনাইটেড স্টেটস অ্যান্ড সর্বচ্চমানের আন্তর্জাতিক চিকিৎসা গবেষণার প্রমাণ দেয়। ডি.এস.এম.বি. এই নিরীক্ষণ প্রক্রিয়ায় যথাযথভাবে পদ্ধতি ও মান বজায় রাখা হচ্ছে কিনা তা নিখুঁত ভাবে পর্যবেক্ষণ করছেন। গবেষণাস্থিত বাচ্চাদের কে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নিরাময় করতে, বিশেষত গ্যাস্ট্রোইন্টারাইটিস (পেট এবং ক্ষুদ্রান্ত্রে সংক্রমণ), এই গবেষণার নকশা একটি শক্তিশালী নিরাপত্তা জাল অন্তর্ভুক্ত করে যা রোগ কে সনাক্ত করতে এবং তার নিরাময়করতে, সাহায্য করে।

ডাঃ সুধাংশু ভ্রাতির নেতৃত্বে সহায়ক গবেষণাগার ছিল ট্রান্সলেশনাল হেল্থ সাইন্স অ্যান্ড টেকনোলজি ইনস্টিটিউট। কুইনটাইল্স গবেষণার নানা দৃষ্টিভঙ্গির পর্যবেক্ষণের দায়িত্বে ছিল যেমন চিকিৎসা পর্যবেক্ষণ, তথ্য ব্যবস্থাপনা, সাইট পর্যবেক্ষণ, ঔষধিও পর্যবেক্ষণ, জৈবিক পরিসংখ্যান। গবেষণাকালে সর্বানুকূল চিকিৎসাগত পদ্ধতি মেনে চলা হছে কিনা তা অ্যান্থা ক্লিনিকাল কোয়ালিটি অ্যাসুওরেন্স নিরীক্ষণ করে।

###

সাংবাদিকদের জন্য অতিরিক্ত তথ্য:

- সামাজিক উদ্ভাবনী অংশীদারী প্রকল্প যা *রোটাভ্যাক®* এর বিকাশ করেছে তার বর্ণনা

- ভারতের বোঝা হয়ে ওঠা রোটাভাইরাস রোগের সম্বন্ধীয় প্রামাণিক তথ্য
- রোটাভাইরাস টিকার কার্য ক্ষমতা ও দক্ষতা সম্বন্ধে প্রামাণিক তথ্য
- বিশেষজ্ঞদের অতিরিক্ত বক্তব্য এবং সংবাদের জন্য বিবৃতি

এই তথ্যপত্রটি অনলাইনে ইংরাজি, হিন্দি, তামিল, তেলুগু এবং মারাঠীতে উপলব্ধ: http://www.defeatdd.org/*রোটাভ্যাক*-clinical-trial-results
ডি.বি.টি. ওয়েবসাইট: http://dbtindia.nic.in
ভারত বায়োটেক ওয়েবসাইট: http://www.bharatbiotech.com

মিডিয়া যোগাযোগ:

ডি.বি.টি.-র পক্ষে:
ডাঃ টি. এস. রাও, +91 (98) 7348-3538, tsrao@dbt.nic.in

ভারত বায়োটেক এর পক্ষে:
শীলা পাণিক্কর, এনরাইট পি.আর., +91 98498 09594, Sheela@enrightpr.com
মুরলীধরণ, এনরাইট পি.আর., +91 98851 09594, Murali@enrightpr.com

পাথ এর পক্ষে (এবং ইউ.এস. এন.আই.এইচ. ও সি.ডি.সি. বিশেষজ্ঞদের কাছে যাওয়ার জন্য):
সুস্মিতা মালবীয়, +91 (97) 1724-3131, smalaviya@পাথ.org

গ্লোবাল মিডিয়া যোগাযোগ করতে পারে:
গিলেরমো মেনেসেস, জি.এম.এম.বি., +1-202-445-1570, Guillermo.Meneses@gmmb.com
অ্যালিসন ক্লিফর্ড, পাথ, +1-202-669-7238, aclifford@পাথ.org